Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-I, published on January 2021, Page No. 1 –4
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

সুন্দরবনের লোকবাদ্যযন্ত্র : ঢাক-ঢোল-কাশি

সঞ্চিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Keyword
লোকবাদ্য, ঢোল, নাকাড়া দুন্দুভি, কাঁশি বা কাঁসর, শিববাদ্য, ডমরু বা ডুগডুগি

ভূমিকা :

ভারতবর্ষের মানচিত্রে সুন্দরবন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। জলা জঙ্গলাময় সুন্দরবন অঞ্চল।জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ। কিন্তু জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘ নিয়েও মানুষ প্রতিনিয়ত করে চলেছে টিকে থাকার লড়াই। আর এই টিকে থাকার লড়াই এর সাথেই যুক্ত হয়েছে জীবনকে আনন্দ দান করার ইচ্ছাশক্তি।

"সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দরবনের মানুষেরা তাদের জটিল জীবনের মাঝেও আপন করে নিয়েছে লোকবাদ্যকে। আমার আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেই সব লোকবাদ্য ঢাক-ঢোল-কাশি প্রভৃতির পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ঢাক :

'ঢাক' ছোট একটি শব্দ। কিন্তু তার ব্যপ্তী অপরিসীম। লোকবাদ্য বা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মানব সংস্কৃতির সম্পর্ক অনাদি পরম্পরা। ঢাকও গৃহস্থের অন্যতম মাঙ্গলিক উপকরণ। মানুষের আধ্যাত্মিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মঙ্গলময়তার বার্তাবাহী। স্মরণাতীত কাল থেকে বর্তমান সময় অতিক্রমের পথেও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, ব্রত আচার সংস্কার, অন্নপ্রাশন-বিদ্যারম্ভ-পৈতে, গাজন-গম্ভীরা-পার্বন সমস্ত অনুষ্ঠানে আবশ্যিক বাদ্যযন্ত্র হল ঢাক। সুখের দিনে, আনন্দের দিনে এক বোল, দুঃখের অনিশ্চয়তায় আরেক। আবাহনে এক ধরনের, বিসর্জনে অন্য। কেউ বাদ্যযন্ত্র শুনলো,কেউ বা না। তাতে কিছুই জায় আসে না। কথার পিঠে কথার সত্য-মিথ্যের অবকাশে "ধর্মের ঢাক আপনি বাজেই"।

প্রাচীন 'ডঙ্ক' বি-ঢাক<সং ঢক্কা। চামড়ায় ছাওয়া বাদ্যযন্ত্র। ঢাক ধা অক্ ক্রি রূপ। আচ্ছাদিত করা।

ঢোল-সং ঢোলক, ঢোল্ল<ঢোল বি-চামড়ার তৈরি বাদ্যযন্ত্র, যার দুদিক ছাওয়া ও দু'দিকেই বাজানো যায়।

কাঁশি-সং কংস্য,হি কাঁসর বি-হিন্দু পূজা ও আরতিতে ব্যাবহার হয় এমন কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র।

লোকবাদ্য ঢাক। ঢাকী লোকশিল্পী। ঢাকে আওয়াজ তুলে লোকবাদ্যকার কথা বলেন, কথা বলান, কথা শোনান। শিল্পীর কথা বলানোর মাধ্যমেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকের। ঢাকপ্রস্তুত উপকরণাদির কথা, জন্মকথা জাপিত হয়েছে সাবেক চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত প্রশ্ন-উত্তর মূলক লৌকিক ধাঁধা জাতীয় ছড়ায়।

প্রশ্ন :

ঢাক বাজাও ঢাকীভায়া ঘন নাড়ো মাথা।
সত্য করে বলো তোমার ঢাকের জন্ম কোথা?

উত্তর :

সীতার সন্ধানেতে হনু গিয়েছেন লঙ্কায়।
আম্রের খোঁজ বীর পাইলেন তথায়।।
আম্র খেয়ে সেথা হনু আঁটি ফেলে ক্ষেতু।
সেই হতে বাংলাদেশে আম্র হইল থিতু।।
যাই তো যাই মোরা কামার বাড়ি যাই।
কামার বাড়ির কাটাকুটি ছুতোর বাড়ি যাই।।
ছুতোর বাড়ির কুঁদি লইয়ে যাই মুচির বাড়।
মুচির বাড়ি মুচির বাড়ি চারা বেড় সারি সারি।।
বাঁয়েতে ছাগল চামড়া ডাইনে পরিপাটি।
ঢাকের জন্ম বোতলে দিলাম ঢাকে মারো কাঠি।।

ঢোল :

আংকিক অবনদ্ধ যন্ত্র ঢোল। ঢোলবাদ্যকার 'ঢুলি'। গলায় ঝুলিয়ে অঙ্কে ফেলে বাজানোরীতির জন্য আংকিক। ফারসি 'দহল' শব্দের বাংলা রূপান্তর 'ঢোল'। সংগীত, নৃত্য, হিন্দু-মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা-যুদ্ধযাত্রা, মহরম, শোভাযাত্রা, যাত্রা, নাটক, লাঠিখেলা, ছোকরা-নাচ, কুস্তির আখড়ায়, জারি-সারি-কবি-তরজা-আলকাপ প্রভৃতি লোকসংগীতাদি, নৃত্যগীতাদিতে, ভজন গানে, বাঙালির যাবতীয় পূজা-উৎসব অনুষ্ঠানে, নৌকাবাইচ, গ্রামে-হাটে বাজারে সরকারী পরোয়ানা জারি বা 'ঢোল শোরত' ব্যবহারে আবশ্যিক লোকবাদ্য ঢোল। তাল ও সুর অনুসারে ঢোলের সাধারণ বাদ্যধ্বনি 'ডুগ ডুগ'বা 'দিদং ডুং ডুংগ'অনেক সময় শাস্ত্রীয় ব্যকরণের বাইরে মাটি-মাঠের দুর্লভ মুহূর্ত ফুটে ওঠে। ধিন্ ধাও, খিৎতাও তাও, ধিন্-খিতি-গিঘিন-ধাও। কখনো বা তিনমাত্রা বা চার মাত্রার উরন্ত পাখির তাল বোল, 'তিঘ্রীৎ তৌ তৌ, তিঘ্রীৎ তৌ তৌ, হ্রীৎ ঘিটি টি টি টি ঘিৎ তৌ' ইত্যাদি। খোল, মনিপুরের পুং, মৃদঙ্গ প্রভৃতি আংকিক অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত।

ঢোল চেহারায় ঢাকের ছোট। গঠন বিন্যাসে ঢাকের মতো সম্পূর্ণ খোদাই করা কাঠের খোলার তৈরি। উভয় প্রান্ত চামড়া আচ্ছাদিত। বাম দিকের ছাউনির চামড়া পুরু ও কড়া এবং গাব বা খুরলি যুক্ত। দক্ষিণ দিকের চামড়া অপেক্ষাকৃত হালকা নরম ও খরলি মুক্ত। লম্বায় ২০-২২ ইঞ্চি। মুখদ্বয় ১২-১৪ ইঞ্চি প্রশস্ত। উভয় মুখই গজরা চর্মে রিং ঢুকিয়ে টান টান করে সংযুক্তি করেও ঢাকের সহোদর। ঢোল উভয় দিকে বাজানো হয়ে থাকে। বামদিকে বামহাতের করতাল দ্বারা এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ হাতে সর্পফণামুখী ছোট বা মোটা কাঠি দ্বারা বাজানো হয়।

ঢোলক :

ভজন, বিবাহ, হোলি, ধামাইল, সারিগানে,যাত্রা থিয়েটারের ঐকতানে ঢোলক ঢোলেরই অত্যন্ত হাল্কা সংস্করণ বা আনন্ধ বাদ্যযন্ত্র। ঢোলের প্রকারভেদ ঢোলক ঢোল অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার। ঢোলক খোলের দুই মুখ ঢোলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত পাতলা চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।দুই মুখই সমব্যাসার্ধ যুক্ত। উভয়মুখের চর্মরজ্জুতে রিং ঢুকিয়ে দুই প্রান্তের ছাউনিতে টানা দিয়ে সুরে বাঁধা হয়।ঢোলের মতো করে পুরীর ওপর ভাত লোহার গুড়ো কয়লার গুঁড়োয় গাব বা খিরণ লাগানো হয়।বাজাতে কাঠি ব্যবহার হয় না।দু'পাশে দু'হাত দিয়ে বাজাতে হয়।

দুন্দুভি :

বাঙালির অতিপ্রিয় লোকবাদ্য দুন্দুভি। পুরাকালে গাছের গোড়াকেটে গর্ত করে মাটির ছাচ তৈরি করে চর্মের ছাউনিতে আচ্ছাদন করা হতে। তামা বা পিতলের খোল তৈরি করে দুন্দুভি তৈরি করা হতে লাগল পরবর্তীকালে। কাঠের দুন্দুভির ভেতরে কাঁসার পাত দেওয়া থাকে। ভূমি দুন্দুভি বৈদিক সাম গান বা যোগ্যস্থলে ব্যাবহৃত বাদ্যযন্ত্র। দুন্দুভির ছাউনি পশু চামড়ায় এবং গায়ে চামড়ার টানা থাকে। এর আওয়াজ মেঘমন্দ্র গর্জনের মতো গম্ভীর। হরিণের শিং বা শক্ত মজবুত পাকানো চামড়ার দন্ড দিয়ে বাজানো হয়। যুদ্ধ-বিপদ-আশঙ্কার সংকেত দেওয়ার জন্য দুন্দুভি বাজানো হয়।

নাকাড়া দুন্দুভির প্রকারভেদ :

প্রাচীন সমরবাদ্য। গলায় ঝুলিয়ে বা মাটিতে রেখে একটি অথবা দুটি কাঠির দ্বারা বাজানো হয়। প্রাচীন অনদ্ধলোক বাদ্য। কাঁড়ার প্রাচীন বাড়িটি মাটি নির্মিত। পরবর্তীকালে কাঠ ও ধাতু নির্মিত হয়েছে। যুদ্ধ বাদ্যরূপে বা মাঙ্গলিক প্রয়োজনে কাঁড়া বাদ্য বাজানো হয়। গলায় ঝুলিয়ে বা মাটিতে রেখে কাঠি সহযোগে বাজাতে হয় কাঁড়া। কাঁড়ার চারিদিকে চর্মরজ্জু দ্বারা টানা দেওয়া থাকে। কাঁড়ার অনুরূপ এবং অপেক্ষাকৃত বড়োআনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র জগঝম্প। গলায় ঝুলিয়ে বা মাটিতে রেখে বাজানো হয়।

মাদল :

সংস্কৃত মর্দল শব্দের অপভ্রংশ মাদল আনদ্ধ লোকবাদ্যযন্ত্র। আদিবাসী নৃত্য ও সংগীতের আবশ্যিক যন্ত্র। মাদোলের খোল ঢোলকের মতোই কাঠের তৈরি, চর্মাচ্ছাদিত। দু'প্রান্তই সমান পরিধি বিশিষ্ট। বাংলার নানা উৎসবাদিতে মাদল ব্যবহার করা হয়।

ঢামসা :

আদিবাসী উপজাতি লোকনৃত্য ও লোক উৎসবে ব্যবহৃত তালবাদ্য ঢামসা। অত্যন্ত প্রাচীন বাদ্য ধামসা ব্যবহারে আদিম মানব দূর-দূরান্তরে বার্তা প্রেরণ করতেন। কোনো সংগীতের সহযোগী হিসেবে নেয়, কিন্তু ছৌ-নাচ ঝুমুরের সঙ্গে, সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ-উৎসবে ধামসা আবশ্যিক। রামসার আকৃতি বৃহৎ বাটি সদৃশ্য। শিশুকাঠ বা পাতলা লোহার পাতের খোলসের ওপর মহিষের চামড়া দিয়ে আবৃত হয়। পাশব শিরা বা তন্ত্রী দ্বারা আচ্ছাদিত চামড়া উপর নীচ শক্ত করে টানা থাকে। ছাউনিতে গাব ব্যবহার হয় না। বাজানোর জন্য লাগে এক দেড় ফুট মাপের শক্ত মজবুত লাঠি বা কাঠি। মাটির ওপর ধামসা রেখে তার সামনে দুই হাঁটু মুড়ে বসে বাজানো হয়। এর গম্ভীর গুরু গুরু গুম্ গুম্ শব্দ অন্যসব বাদ্যযন্ত্রকে অতিক্রম করে গম্ভীর ও প্রবল ধ্বনি উদ্গত হয়।

ডমরু : ডুগডুগি

শিববাদ্য, ডমরু বা ডুগডুগির আবেদন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে আজও বিদ্যমান। ১০-১২ ইঞ্চি নলাকৃতি কাঠখন্ডের মধ্য দেশটি ধরবার জন্য চাপা বা সরু এবং অপর দুই প্রান্ত স্ফীত ও ফাঁপা থাকে। ফাঁপা প্রান্ত চামড়ায় ছাওয়া হয় ও মধ্যিখানের সরু অংশ সমমাপের অথচ মূল কাষ্ঠখন্ডের চেয়ে দুই-তিন ইঞ্চি লম্বা সুতোয় এক টুকরো শিশা বেঁধে উল্টো পাল্টা বা বিপরীতমুখী ঝাঁকুনি দিয়ে বাজাতে হয়। হাতের সুনিপুণ কৌশলী ঝাঁকুনিতে শিশাটুকরো চর্মাচ্ছিত অংশ আঘাত করলে সুললিত ধ্বনি উৎসারিত হয়। শিবের প্রতীকী বাদ্যযন্ত্রটি বর্তমানে সাপ-বানর খেলা দেখানো খেলোয়াড়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও গাজন-চড়কেও ব্যবহৃত হয়।

হুড়ুক :

লোকবাদ্য হুড়ুক ডমরু সদৃশ্যতবে আকারে বেশ বড়ো, লম্বায় আঠারো ইঞ্চি। আটাশ আঙুল পরিধির গোলাকার এবং এক আঙুল পুরু মুখ দুটির পরিমাণ সাত আঙুল ও চর্মাবৃত। মন্ডলীয় এগারো আঙুল এবং মন্ডলী দুটো বাঁধবার জন্য ছয় ছিদ্র দিয়ে রজ্জু ঢুকিয়ে ছাউনি দুটো পরস্পর যুক্ত করা হয়। বাম কাঁদে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে ডান হাতে বাজানো হয় হুড়ুক। পার্বত্য আদিবাসী নৃত্য ও সংগীতে হুড়ুক বাদ্যের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

পটহ :

আনদ্ধ লোকবাদ্য যন্ত্রটি 'পাড়া' নামেও খ্যাত। পটহ দুই প্রকার। মার্গ ও দেশি। মার্গ পটহ লম্বায় তিন ফুট ও পরিধি ছয়-সাত ইঞ্চি। মধ্য দেশ স্থুল।বাম মুখ দক্ষিণ মুখের তুলনায় ছোট। উভয় মুখ ছাগ চর্মাচ্ছিদ। উভয়মুখের বেড় থেকে রিং সমেত চর্মরজ্জুমান বাঁধা থাকে। কোন দন্ড দিয়ে বাজানো হয়। দেশি পটহ ক্ষুদ্রাকৃতির মেটে হাড়ির পিছন দিক ভেঙে মুখটি ছাগলের ভুড়ির চামড়া দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়। ভাঙা অংশটাই ফাঁকা থাকে।চামড়া ঢাকা হাজির মুখটি রৌদ্রে শুকিয়ে কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। এর গ্রামীণ নাম ট্যাম ট্যামি।

কাঁসি জাতীয় ঘনবাদ্য :

কাঁসি :

কাঁশি বা কাঁসর কাঁসা নির্মিত গোলাকার উচুঁ কাজ বিশিষ্ট থালা সদৃশ। উঁচু কাধের এক স্থানে ইঞ্চি ব্যবধানে দুটি ছিদ্র দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে বাজানো হয় কাঠি দিয়ে। ঢাক ঢোলের সঙ্গে 'কাঁই নানা কাঁই নানা' বাদনের সঙ্গে কাশি নানা রকম ছন্দের কাজ করে যায়। হিন্দুর যে কোন পূজা পার্বনে ঢাক ঢোলের সহযোগী হিসেবে কাশি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র।

ঝাঁঝর :

ঘনজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সবথেকে প্রাচীন ঝাঁঝর লোহাদ্বারা নির্মিত হত। বর্তমানে ঝাঁঝর তৈরি হয় কাঁসা দিয়ে। কাশির মতো গোলাকার এবং ধার-কিনারা উঁচু। পিঠ সামান্য উত্তল ও মাঝখানের গোল অংশ কুঁজোর মতো ওঠা। গ্রাম্য ও মাঙ্গল্য বাদ্যযন্ত্রহিসেবে বিশেষ পরিচিত ঝাঁঝর বৃহদাকৃতি এবং একজন্য উঁচু কিনারায় সমদূরত্বে দুটি ছিদ্র করে কাশির মতো দড়ি ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে শক্ত লাঠি খন্ড দ্বারা বাজানো হয়।

ঘড়ি :

ছন্দের ঝোঁক রক্ষাকারী কাশি বা কারের সহযোগী রূপে ঘড়ি বাদিত হয়। কানায় ভাঁজহীন থালা সদৃশ কাঁসার তৈরি ঘনযন্ত্র ঘড়ি। ঘড়ির কিনারার ছিদ্রে শক্তদড়ি প্রবিষ্ট করে ঝুলিয়ে বাজানো হয় কাঠের হাতুড়ি দ্বারা। সময় বদলেছে, কিন্তু'ঢাক' এর ব্যবহার আজও অক্ষত রয়েছে। কাঁসরের ব্যবহারকেও বাদ দিলে চলে না। আগামীতেও এর ব্যবহার অক্ষত থাকুক এই আশাবাদী। উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি আমার আলোচ্য বিষয়টিকে দেখানোর চেষ্টা করলাম।

সহায়কগ্রন্থ :

১। সুকুমার রায় : লোকসংগীত জিজ্ঞাসা, ১৯৮৩
২। সনৎকুমার মিত্র : পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য, ১৯৮৫
৩। আবদুল ওয়াহাব : বাংলার লোকবাদ্য, ২০০৬